অরণ্য

অরণ্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক--
মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট—
অজিত গুপ্ত

১ম মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

মুদ্রক—
রাখাল চ্যাটার্জী
নিউ প্রিণ্ট হাউস
২১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

লেখকের অন্যান্য বই

আবাদ
নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে (১ম ও ২য় পর্ব)
অলৌকিক জলযান (১ম ও ২য় পর্ব)
ঈশ্বরের বাগান (১ম ও ২য় পর্ব)
মানুষের ঘরবাড়ি
মানুষের হাহাকার
দেবী মহিমা
রাজা যায় বনবাসে
নগ্ন ঈশ্বর
সব ফুল কিনে নাও
দুঃস্বপ্ন
ফেনতুর সাদা ঘোড়া
বলিদান
শেষ দৃশ্য
রূপকথার আংটি
টুকুনের অসুখ
সুখী রাজপুত্র
গম্বুজে হাতের স্পর্শ
মানুষের সত্যাসত্য
জীবন মহিমা
রাজার বাড়ি
একটি জলের রেখা
সমুদ্র মানুষ
ধ্বনি প্রতিধ্বনি
বিদেশিনী
মামার বাড়ি ভূতের বাড়ি
গল্প সমগ্র (১ম ও ২য় পর্ব)

অরণ্য

সিঁড়ি ধরে বারান্দায় উঠতেই ভুবন দেখতে পেল বিশ্‌-কা জানালায় পর্দা তুলে তাকে দেখছে। এ-সময় বিশ্‌-কা সাধারণত নিচে নামে না। রাত আটটায় তো নয়ই। ছুটি শেষ হলেই পরীক্ষা। পড়াশোনার আগ্রহ আছে। নিচে গেট খুলে কে ঢুকল, ঢুকল না, তার দেখার কথা না। হয় কাজের মেয়ে, নয় শ্রী নিচে থাকলে জানালার পর্দা তুলে দেখে নেয় প্রথমে,-কে এল। ভুবন এ-বাড়ির মানুষ, তার গলার স্বর এত চেনা, তবু জানালাব পর্দা তুলে শ্রীর দেখে নেওয়া চাই-গলার স্বর অবিকল নকল করে রাতের বেলা কেউ ঢুকে পড়তে পারে এই একটা আতঙ্ক আছে শ্রীর।

কেবল বিশ্‌-কা দরজা খোলার সময় পর্দা তুলে যাচাই করে না। তার স্বভাব কেউ গেট খুলে বারান্দায় উঠে এলেই হুট হাট দরজা খুলে দেওয়া। পরিচিত, অপিরিচিত সে বোঝে না। এজন্যে সে মায়ের বকুনিও খায়। খেলে কি হবে, গায়ে মাখে না। নিচে থাকলে চিৎকার, বাবা এসেছে। কারণ বাবার গলার স্বর চেনা, হাজার মানুষের ভিড়েও সে বাবার গলার স্বর চিনতে পারে। মা'র অতি সাবধানী আচরণ বিশ্‌-কা পছন্দ করে না। সে জানালার পর্দা তুলে কখনও দেখে না। লাফিয়ে দরজার কাছে চলে আসে। আর দরজা খুলেই বাবাকে জড়িয়ে ধরে, বাবা এসেছে! যেন কতদিন পর তার বাবার এই বাড়ি ফেরা।

শ্রী তখন গজ গজ করবে। পাশের বাড়ির লোকরা কী ভাবে! এত বাপ আদুরে পছন্দ না শ্রীর। মেয়ে যে বড় হয়েছে, তাও বোঝে না!

অবশ্য বিশ্-কা এ-সময় সাধারণত নিচে থাকে না। সে তার পড়ার টেবিলে থাকে। সেখান থেকে সে ওঠে না। যা লাগবে তাকে উপরে দিয়ে আসতে হবে। শ্রীও চায়, বিশ্-কা তার দাদার মতো রেজাল্ট করুক। চা, জল, এমন কী ভুবন দেখেছে, পড়ার টেবিলেই মেয়ের চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে দিচ্ছে শ্রী। ভুবনের অবশ্য এগুলি বাড়াবাড়ি মনে হয়। সে চায় না, বিশ্-কা এভাবে পর-নির্ভর হয়ে থাকুক। মা হাতে তুলে না দিলে কিছু খাবে না, কী পরে কোথায় যাবে, সব মা। এমন কি পড়ার টেবিলও শ্রী গুছিয়ে রাখে। যেন বিশ্-কার জীবনে, ভাল রেজাল্ট ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে না।

সেই বিশ্-কা জানালার পর্দা তুলে তাকে দেখছে অথচ ছুটে এসে দরজা খুলে দিচ্ছে না। এমন কি কুকুরটারও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ি ফিরলে কুকুরটার প্রথম দুঠ্যাং জানালায় তুলে গুক গুক করতে থাকে।

—কী রে কি হল! দাঁড়িয়ে থাকলি কেন?

বিশ্-কা জানালা থেকেই ডাকল, মা-মা!

—মাকে ডাকার কী হল?

—তুমি বাবাতো!

—কী ফাজলামি করছিস বলতো?

—না, তুমি বল, আমার বাবা কি না।

—বিশ্-কা ভাল হবে না! এই শ্রী, দেখ, তোমার মেয়ে আমার সঙ্গে কী শুরু করেছে!

আশ্চর্য শ্রীর কোন জবাব নেই।

—কণা কোথায়!

—বল না, তুমি বাবা কিনা!

ভুবন দেখছে মেয়ের চোখে যেন আতঙ্কের আভাস।

ভুবন আর পারল না। ব্যাগটা বাঁহাত থেকে ডান হাতে নিল। তারপর জানালায় উঁকি দিয়ে দেখল, ভিতরে কেউ নেই। একা

বিশ্‌-কা। কাজের মেয়েটার তো এ-সময় নিচে থাকার কথা।

—কণা! কণা!

—খুলছি। কনা পিসি উপরে। মা উপরে।

ভুবন জানে, দোতলার পিছনের দিককার ঘরে যদি ওরা থাকে, তবে সে যতই জোরে চিৎকার করুক নিচে শুনতে পাবে না। পাশের বাড়ির পাম্প চললে সেটা আরও বেশি। বারান্দায় একশ পাওয়ারের আলো জ্বালা। সাধারণত, কেউ এলেই বারান্দার আলোটা জ্বেলে দেওয়া হয়। কিন্তু ভুবনের মনে হল, আলোটা আজ সন্ধ্যেবেলা থেকেই জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

—এটাতো হয় না!

কণাই বা উপরে কেন!

নিচের তিনটে ঘরই ফাঁকা। কেউ থাকে না। ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢুকলে, বসার ঘর, সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলে ডাইনিং স্পেস, রান্নাঘর, বাথরুম, ডাইনিং স্পেসের পাশে একটা বাড়তি শোবার ঘর। বাড়িতে অতিথি এলে, ও-ঘরটায় থাকে। কণা ডাইনিং স্পেসে ক্যাম্পখাট পেতে শোয়।

বিশ্‌-কা একা এখানে দাঁড়িয়ে কেন! যেন সে আজ গেট খোলার শব্দের জন্য টেবিলে বসে প্রতীক্ষা করছিল। লোহার গ্রিল দেওয়া গেট। খুলতে গেলেই ঝন ঝন করে বাজে। গেট খোলার শব্দ শুনে কী বিশ্‌-কা টের পেয়েছিল, বাবা এসে গেছে! সেকী কোনো বড় আতঙ্কের মধ্যে পড়ে গেছিল। বাবাকে দেখে কিছুটা হালকা বোধ করছে। বাবা ফিরবে বলে অপেক্ষায় ছিল!

—তুই কী করছিস নিচে!

ভুবন সাধারণত ঘরে ঢুকেই চেয়ারে বসে পড়ে। ব্যাগটা ডাইনিং টেবিলের উপর রাখে।

ভুবন লক্ষ্য করল, বিশ্‌কা তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রশ্নের কোনো জবাব দেয়নি।

—তোর মা কী করছে উপরে?

—জানি না। আমার ভয় করছে!

—ভয়ের কী আছে! কী হল বলবি তো! মাকে ডাক। পড়াশোনা নেই! দরজা খুলছিলি না কেন? এই শ্রী, শ্রী কি হল! বলেই সে ভাবল একবার উপরে যাওয়া দরকার।

পাশের বাড়ির পাম্পটা ঘর ঘর করে এমন শব্দ করছে যে পাশাপাশি বাড়িগুলো পর্যন্ত টের পায় ভাল করে। আরে মেকানিক ডেকে দেখাতে পারিস না! ভুবন মনে মনে বিরক্ত। সে উপরে যাবে বলে পা বাড়াতেই বিশ.-কা সামনে হাত ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল।

—তুমি যাবে না বাবা প্লিজ। বাবা।

—আরে তোরা কী পাগল হয়ে গেলি! কেউ রা করছে না! কিছু বলছে না।

ভুবনের কপাল কুঁচকে যাচ্ছিল।

তখনই বিশ কা বলল, দাদা না ওটা নিয়ে এসেছে!

ভুবন বলল, তা হলে এই!

—দাদা না কারো কথা শুনল না!

—তোরা কি! ওর দরকার, ও কি ওটা নিয়ে সঙ দেখাবে? সঙ দেখাতে এনেছে? তোদের কী মাথা খারাপ না কী!

—মা রাগ করে শুয়ে আছে। দাদার ঘরে ঢুকছে না। কণা পিসিটা যে কী! ঘেন্না নেই। দাদা তুলে তুলে দেখাচ্ছে আর কণা পিসি বলছে, ইস কে যে এল! কার এটারে? ওরও তো সংসার ছিল, মা বাবা ছিল।

—তোর দাদা কী বলল!

—ঐ এক কথা! পিসি দেখতে হয় দেখ, না হয় চলে যাও। কার আমি কী করে জানব! কে সে কী করে বুঝব!

—ওগুলো খুলে নিয়ে বসেছে!

—কী জানি, বুঝি না! সেই কখন থেকে তুমি আসছ, কতবার ব্যালকনি থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছি, তুমি দেরি করলে আমার ভয় লাগে বাবা।

—জয় ওগুলো নিয়ে এই রাতে খুলে বসল !

—গুনে দেখছে ঠিক আছে কি না !

আর তখনই দেখল শ্রী পা টিপে টিপে তার পাশে হাজির। ভুবন মুখ তুলে দেখল, কিছু বলল না।

—তুমি কি হাত মুখ ধোবে ? না বসেই থাকবে।

খুব গম্ভীর শ্রী। যেন তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেই ওটা শেষ পর্যন্ত তুলে আনা হয়েছে এই বাড়িতে। পরিণাম ভাল হবে না।

গেরস্থ বাড়িতে একটা আস্ত কংকাল ঢুকে গেলে অস্বস্তি হবারই কথা, ভুবন তা বোঝে। সে নিজেও কংকালটা দেখার জন্য কোনো আগ্রহ বোধ করছে না। কিন্তু জয়ের বয়স কত ! ওর তো বিশও হয়নি। কংকালটা নিয়ে জয়ের ভিতরে ভিতরে কোনো অস্বস্তি নেই তো। ছেলেমানুষ ! ভুবনকে চিন্তিত দেখাল। ডিসেকসানের ক্লাশ শুরু হতেই জয় বলেছিল, বাবা আমাকে তুশো টাকা দেবে।

—কী করবি !

—কী আবার করব ! লাগবে।

এবং জয় সেদিন প্রথম বাড়িতে জানায়, সে একটি কংকাল নিয়ে আসছে, শ্রীর তখন থেকেই আপত্তি।-ও-সব হস্টেলে বন্ধুদের কাছে রেখে পড়বে। কার না কার মড়া ! গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরেছে না জলে ডুবে মরেছে কে জানে ! খুনটুনও হতে পারে !

ভুবন না পেরে বলেছিল, ছেলে বড় ডাক্তার হবে যার বাসনা, তার তো এ-সব কথা মানায় না শ্রী। তুমি দেখছি আহাম্মকের মতো কথা বলছ। কে বলবে লেখাপড়ায় তুমিও কম যাও না। এতসব কুসংস্কার তোমার ! মানুষ মরে গেলে কী আর থাকে।

—কী আর থাকে ? মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছিল, হাড় ক'খানা থাকে ! আমারও তাই হোক, তোমরা এটা চাও।

—কী বলছ শ্রী ! সে ভাবল, কংকালটা কী এ-সংসারের অতীত খুঁড়ে বের করবে ! যদি করে ! ভুবন নিজেও কেমন আতঙ্কে পড়ে গেল।

—আমি ঠিকই বলছি।

ভুবন প্রায় বলতে গেলে জয়কে টাকাটা গোপনেই দিয়েছিল। জয় রোজই একবার এসে বিশ্-কাকে ভয় দেখাত, নিয়ে এলাম!

—না দাদা, প্লিজ আনিস না। আমার গা গুলোচ্ছে।

—এই নিয়ে এলাম!

—আমি খাব না বলছি। আচ্ছা দাদা, তোর খারাপ লাগে না, আমার কেমন করছে শরীর।

জয় না পেরে বলেছিল, ভড়ং ছাড় এ-সব।

এমন সুন্দর ছিমছাম বাড়িতে শেষে একটা কংকাল সত্যি হাজির! শ্রীর পছন্দঅপছন্দের দাম দেয়নি। সে কী এ-বাড়ির কেউ না! শ্রীর এটাই বড় রকমের ক্ষোভ।

শ্রীর কথাবার্তা শুনে ভুবনের এমনই মনে হল।

ভুবন ডাকল, কণা কণা!

—যাই দাদাবাবু।

—কী করছ উপরে! পাজামা পাঞ্জাবি দাও।

শ্রীর আবার মুখ ঝামটা!

—পাজামা পাঞ্জাবি কী কণা দেয়, না আমি দিই?

—তোমার যা অবস্থা!

এবার কেমন অসহায়ের মতো শ্রী বলল, আচ্ছা বল ভয় লাগে না। আস্ত একটা কংকাল বাড়িতে। তোমার ঘুম আসবে?

এবার আর ভুবন না বলে পারল না, তোমার কী! জয়ের কথা ভাবছ না! ও ছেলেমানুষ! সবাই কংকালটাকে নিয়ে পড়লে বেচারা যায় কোথায় বলতো? তারপরই থেমে সিঁড়ির দিকে তাকাল, না জয় নেমে আসছে না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে ভেবেছিল, জয় নেমে আসছে। জয় না, কণা পাজামা পাঞ্জাবি নিয়ে এসেছে।

ভুবন বলল, বাথরুমে রেখে দাও! কংকালটা আসায় সেও যে খুব ভাল আছে তা নয়। সে জানে, ডাক্তারি পড়তে হলে এগুলো লাগে। সে কেন, শ্রীও জানে। ওর এক মামা ডাক্তার,-তার ঘরে

কংকাল ছিল বলে, শ্রী কখনই ঘরটায় ঢোকে নি। ভাই বোনেদের মধ্যে শ্রী বোধ হয় একটু বেশি ভীতু প্রকৃতির। কিন্তু এখন তো বয়স হয়েছে। কংকাল নিয়ে আতঙ্কে পড়ে গেলে সংক্রামক ব্যাধির মতো জয়কেও যে শেষ পর্যন্ত কামড়ে ধরবে না কে জানে! তা-ছাড়া শ্রীতো একটু বেশি স্বার্থপর। না হলে ··না সে আর ভাবতে পারছে না। অতীত অতীতই। তাকে খুঁড়ে রক্তাক্ত হওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

সে এ-জন্যও সতর্ক ছিল। কোনো কারণেই তার আচরণে যেন জয় কিংবা বিশ-কা টের না পায়, বাবাও কম দুর্বল প্রকৃতির মানুষ না! সে বলতেই পারত, তোমার মা'র যখন পছন্দ না, এনো না। সবাই সব কিছু সহ্য করতে পারে না। যেন বললে, জয়ও ভেবে ফেলত, বাবাও তার ভীতু মানুষ। আসলে জয় তো জানে না, এক এক বয়সে মানুষ এক এক রকমের। ভুবন ভাবল, সে তো ভীতু মানুষ বটেই। একটুতেইও আজকাল বেশি টেনসানে পড়ে যায়। কিন্তু কংকালটা নিয়ে আসার ব্যাপারে যখনই কথা উঠেছে ভুবন খুব স্বাভাবিক থেকেছে।

শুধু একদিন সে জয়কে বলেছিল, তোর ভয় করবে না! বলে ভেবেছিল, এটা বোধ হয় অন্যায় করা হল! সে বাড়ির অভিভাবক, তার পক্ষে এ-সব বলা শোভা পায় না। ছেলেমানুষ জয়। সব সময় উৎসাহ দেওয়া দরকার।

জয় হেসেছিল!

জয় বলেছিল, ডিসেকসানে বডি নিয়ে আমরা কাড়াকাড়ি করি জানো।

—বডি মানে?

—ডেড বডি।

—কতদিনের পচা। গন্ধ হয় না?

—গন্ধ হবে কেন? ওষুধ দেওয়া থাকে।

—একেবারে তাজা দেখায়?